শান্তার ওপর বর্বর নির্যাতন ঃ রাষ্ট্র বলে আদৌ কি কিছু আছে ?

রাহমান নাসির উদ্দিন

শাহিন সুলতানা শান্তা : পুলিশ যখন ঘিরে ধরে পেটাচ্ছিলো, প্লাষ্টার করা হাত এবং শয্যাশায়ি অবস্থা। দৈনিক প্রথম আলো, The Daily Star এবং দৈনিক সংবাদের নিকট কর্জ স্বীকার

সম্প্রতি জনসমক্ষে রাস্তার উপর শাহিন আক্তার শান্তাকে পুলিশ যেভাবে পিটিয়েছে এবং এই ঘটনা-উত্তর পুলিশের যে ভূমিকা তাকে স্রেফ গুণ্ডামি ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না। বাংলাদেশ নামক দেশটিতে সরকার বা রাষ্ট্র বলে কি আদৌ কিছু আছে? রাস্তায় বেদড়ক পিটিয়ে একটা মানুষকে--একজন মহিলা হিসাবে দেখাটা মূলতঃ ঘটনাকে খাটো করা এবং শান্তাকে অপমান করা--আধ-মরা করে ফেলে রাখবে, প্রিজন ভেনে তুলে লাঠি দিয়ে খায়েস-মতো পিটাবে, সাদা কাগজে মুচলেকা নেবে যাতে কাউকে কিছু না কওয়া হয়--যখন শত শত লোক এবং সাংবাদিক এসব দেখছে, লিখছে এবং ক্যামেরায় ধারন করছে--, বিচার চাওয়ার অপরাধে(!) ফোন করে ক্রস ফায়ারে মেরে ফেলার হুমকি দেয়া, এ গুলোতো স্রেফ পুলিশ নামধারি সরকারী লাইসেন্স পাওয়া কিছু মাস্তানের গুণ্ডামি ছাড়া আর কিছু না। একজন সাবেক বিচারপতির মেয়ে ও একজন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীর স্ত্রীর

যখন এই দশা, তখন সাধারণ মানুষের কী অবস্থা তা সহজে অনুমেয়! শান্তাকে একটি বিচ্ছিন্ন সত্ত্বা হিসাবে ভাববার কোন অবকাশ নাই। এ ঘটনার শিকার আজকে শান্তা। কিন্তু কালকে আপনি, আমি কিংবা আমার বা আপনার বন্ধু, আত্মীয়-প্রতিবেশি যে কেউ এ ঘটনার শিকার হতে পারেন। তাছাড়া শান্তা কোন বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মানুষ নয়। আমাদেরই একজন। এ সমাজেরই একজন স্বজন। শান্তা এ ঘটনায় আমাদের সকলের প্রতিনিধি। যে বা যারা শান্তাকে পিটিয়েছে, শান্তা কোন না কোন ভাবে তাদেরও প্রতিনিধি। 'শান্তা-নির্যাতনের ঘটনা' হচ্ছে চলমান বাংলাদেশের একটি সাম্প্রতিক এবং নগদ দৃশ্যপট। তাই, শান্তার ওপর যে লাঠির বারি পরেছে, আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকটা লাঠির আঘাত আমার শরীরে অনুভব করেছি। যে কোন সংবেদনশীন মানুষের তা'ই পাওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। তাই, বিষয়টি একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার এবং বিশ্লেষণ করবার প্রয়োজন আছে। যে দেশে, এরকম অসভ্য এবং বর্বর কাণ্ড ঘটতে পারে, সে দেশে রাষ্ট্রের কোন কার্যকর অস্তিত্ব আছে কিনা, সেটা এক মস্তবড় জিজ্ঞাসা বটে। শান্তাকে অমানবিক ভাবে অত্যাচার করবার ঘটনা, প্রেক্ষিত-প্রেক্ষাপট এবং তার অনুবর্তী ঘটনা-মণ্ডলকে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলে বাংলাদেশে নামক একটি দেশে আদৌ কোন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আছে কিনা সেটা অনুভব করা যায়।

পুলিশ কেনো শান্তাকে মেরেছে?–সাংবাদিকরা জানতে চাইলে পুলিশের উত্তর "ঘটনার সময় তার পায়ে কেড্‌স ছিল। তিনি আওয়ামী লীগের কর্মী..." (প্রথম আলো, ১৭/৩/০৮৬)। বাহ্‌! কেড্‌স পরা হচ্ছে শান্তার অপরাধ! তাই পুলিশ তাকে রাস্তায় ফেলে অমানবিক-ভাবে পিটিয়েছে। অতএব, বাংলাদেশের সকল মানুষকে আইনগত ভাবে কেড্‌স পরা বন্ধ করতে হবে। অন্যথায়, রাস্তায় ফেলে জানোয়ারের মতো পেটানো হবে! পুলিশ কী এদেশের মানুষকে গাঁজাখোর মনে করে? একটা কীর্তন শুনাইয়া দিলো, আর সাধারণ মানুষ মারহাবা, মারহাবা করে কাইত হয়ে যাবে? কেড্‌স পরা অপরাধ–এ আইন কি কহিনুর মিয়ার তৈরী করা? কেড্‌স পরা অপরাধ এটা বাংলাদেশের সংবিধানের কোথায় লেখা আছে? কোন অধিকারে কহিনুর মিয়া একজন পথচারিকে কেড্‌স পরার অপরাধে এভাবে নির্যাতন করে? তার কিসের এতো মুরুদ? স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লম্বা-লম্বা কথা বলেন। পেটোয়া বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে গদি ছেড়ে দেন। রাস্তায় গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়ে, সাংবাদিকদের সামনে সাধু-সন্ন্যাসী সাজবার তরিকা নেহায়াৎ ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছুই নয়। "শান্তা আওয়ামী লীগের কর্মী"––যদিও সে তা নয় বলে জানিয়েছে––তাই তাকে নির্যাতন করা হয়েছে। তাহলে কী আওয়ামী লীগের কর্মী হলেই, তাকে রাস্তার মাঝখানে ফেলে ইচ্ছা মতো পিটুনি দিয়ে তার হাড়-মাংস ভেঙ্গে দিতে হবে। সংবিধানের কোন আইনে এ কথা লেখা আছে? উন্মুক্ত রাস্তায় একজন পথচারিকে এভাবে বর্বর-অত্যাচার করবার অধিকার কহিনুর মিয়াকে কে দিয়েছে? কে এ নির্দেশ দিয়েছে? কার হুকুম পুলিশ তামিল করেছে কুহিনুর মিয়া? স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর উচিত জাতির কাছে এ নির্লজ্জ ঘটনার জন্য ক্ষমা চাওয়া।

শান্তা বলেছেন, “লাথি মেরে আমাকে যখন রাস্তায় ফেলে দেয়া হয়, তখন হামাগুড়ি দিয়ে কিছুদুর আসার পর একটি লুঙ্গিপরা কিশোর আমাকে রিকশায় করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যায়।...আমার পরিবারের সদস্যরা নিরাপত্তার ভয়ে আমাকে হাসপাতালে নেওয়ার সাহস পর্যন্ত পায়নি” (প্রথম আলো, ১৭/৩/০৮৬)। কী বীভৎস! আমরা কোথায় বাস করি, একবার চিন্তা করেন। এটা কি একটা মগের মুল্লুক নাকি! একজন মানুষকে সরকারের পেটোয়া বাহিনী বিনা অপরাধে অমানবিক ভাবে পিটিয়ে প্রিজন ভেনে তুলে আবার লাথি দিয়ে রাস্তায় ফেলে দেবে। বহুকষ্টে সে বাড়িতে পৌঁছলেও নিরাপত্তার ভয়ে তার চিকিৎসা করানো সম্ভব হয়নি। সরদার ফজলুল করিম একবার বলেছিলেন (দুঃখিত, কোথায় পড়েছিলাম ঠিক মনে করতে পারছিনা এ মুহুর্তে), “মাঝে মাঝে মনে হয় আত্মহত্যা করি”। অবস্থা-দৃষ্টে মনে হচ্ছে আত্মহত্যার সময় চলে এসেছে! একটি স্বাধীন-স্বার্বভৌম দেশে নাগরিক জীবনের এবং মানবাধিকারের এ যদি সুরত-হাল হয়, তাহলে তার চেয়ে আত্মহত্যা করাই অধিকতর শ্রেয়। ঘটনাতো আরো আছে। শান্তা সাংবাদিকদের আকুতি করে বলেছেন, “আমাকে বাঁচান, কোনদিন যেন পুলিশ বাসায় এসে আমাকে হত্যা করে বলবে, পালানোর সময় ক্রসফায়ারে পড়েছে” (প্রথম আলো, ১৭/৩/০৮৬)। সাবাস বাংলাদেশ! অবাক তাকিয়ে রয়! ধানমণ্ডির ২৭ এর মতো একটি উন্মুক্ত এবং জনসমাগম-পূর্ণ রাস্তার মাঝ খানে এনে ইচ্ছে মতো পিটিয়ে, আবার প্রিজন ভেনে তুলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে গুণে গুণে বারি দিয়ে খায়েস মিটিয়ে লাথি দিয়ে রাস্তায় ফেলে দিয়ে, নিরাপত্তার ভয়ে যার চিকিৎসা করানো যায়নি; আবার আইনের কাছে বিচার চাইলে হুমকি দেয়া হয় ক্রসফায়ারে মেরে ফেলা হবে- বাহ! এই না হলে কী আর সোনার বাংলা! যার ওপর এ অমানুষিক নির্যাতন হলো, বর্বর অত্যাচার হলো, যাকে বেদড়ক পেটানো হলো, তাকেই আবার আহাজারি করতে হচ্ছে নিরাপত্তার জন্য, তাকেই অনুনয়-বিনয় করতে হচ্ছে বেঁচে থাকবার জন্য! সত্যিই সেলুকাস। সাবাস বাংলাদেশ! এ বিশ্ব অবাক তাকিয়ে রয়! বাংলাদেশে রাষ্ট্র বলে কি আদৌ কিছু আছে? আমাদের শরীরের রক্ত কী সব পানি হয়ে গেছে?

কোথায় গেছে আমাদের জনদনদী রাজনীদিবিদগণ? আওয়ামী লীগ কেনো শান্তার ওপর এরকম অমানুষিক নির্যাতন এবং অমানবিক বর্বতার জন্য কোন প্রতিবাদ করলো না? শান্তা আওয়ামী লীগের কর্মী নয় এ জন্য? শান্তা ‘ঘেরাও কর্মসূচিতে’ অংশগ্রহণ করেননি এই জন্য? কোথায় আমাদের বাম বাম বলে গলা ফাটানো তত্ত্ববাজ নেতারা? কোথায় গেলো তাদের গালভরা দরদ? কোথায় গেলেন আমাদের বুদ্ধিজীবীরা? খালি লম্বা লম্বা কথা! ক্ষমতার রাজনীতি করতে করতে, ভোটের হিসাব-নিকাশ করতে করতে এদেশের রাজনীতিবিদরা দেশটাকে ঠেলে দিচ্ছে আইয়ামে জাহেলিয়া যুগের দিকে। আমরা এক চরম বর্বর সময়ের মধ্যে বাস করছি। একটি অন্ধকার অতল গহবরের দিকে আমরা নিত্য ধাবিত হচ্ছি। এখন মনে হয়, লাঠি নিয়ে মাঠে নামার সময় এসেছে। এদেশটাকে আমারা যারা ভালোবাসি;

এদেশটাকে এখনও আমরা যারা মা বলে ডাকি; এদেশের আলো-বাতাসে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে আমরা যারা বেড়ে উঠেছি; এদেশ এবং জন্মদাতা মা যাদের কাছে এখনও সমার্থক; আসুন আমরা সবাই শান্তার পাশে দাঁড়াই। আর কোন শান্তাকে যেনো, এভাবে সংবাদপত্রের শিরোনাম হতে না হয়। আর কোন শান্তাকে যেন এরকম ববর নির্যাতনের শিকার হওয়ার পরও বেঁচে থাকবার জন্য আকুতি-মিনতি করতে না হয়। আসুন আমরা এ দেশটাকে আমাদের বাসযোগ্য করে গড়ে তুলি। জাগো বাটে কোনঠে সবাই...।

কিয়োতো, জাপান # ৩ চৈত্র, ১৪১২